কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 25 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

মো. আবু সালেহ সেকেন্দার ▶

ছাত্ররাজনীতির লাগাম টানবে কে?

আগের সরকারের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ একটি ভূমিকা পালন করেছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগের এই সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা লাগামহীন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ ও হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। একের পর এক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওই সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মেধাবী ছাত্র আবু বকর প্রাণ হারান। গত পাঁচ বছরে এ রকম হত্যাকাণ্ড অনেক ঘটেছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির সঙ্গে ওই সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে।

নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ ও বাংলাদেশের রাজনীতির ক্রান্তিকালেও ছাত্রলীগ তাদের অপকর্ম ছাড়তে পারেনি। ঢাকা কলেজের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে একজনকে হত্যা করে। শুধু ছাত্রলীগ নয়, বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির সামগ্রিক অবস্থাই এমন। ছাত্রলীগের মাধ্যমে ইদানীং ওই নষ্ট ছাত্ররাজনীতির প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। বর্তমান সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর যে ওই নষ্ট কর্মকাণ্ড বন্ধ হবে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং সরকার ঠিকমতো গদিতে বসতে না বসতেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ পরস্পর সংঘাতে জড়িয়েছে। ওই সংঘাতে একজনের প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। ওই ঘটনায় শিবির দায়ী, না ছাত্রলীগ দায়ী—সে বিচারে না গিয়ে বলতে চাই, ছাত্ররাজনীতির নামে ক্যাম্পাসে সংঘাত-সংঘর্ষে জড়ানো এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া ছাত্রসংগঠনের কাজ নয়। ছাত্ররাজনীতির নামে ক্যাম্পাসকে অস্থির করাও গ্রহণযোগ্য নয়।

ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে ১৯৪৯ সালের ৪ জানুয়ারি যা ঘোষণা করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল ছাত্ররাজনীতিকে লেজুড়বৃত্তিমুক্ত করা। তৎকালীন সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন এনএসএফের অত্যাচার ও নিয়ন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক ধরনের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। সরকারের লেজুড়বৃত্তি করার কারণে এনএসএফের বিরোধিতা করলেই যে কাউকে 'ভারতের চর' হিসেবে অভিহিত করে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করা হতো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য,

> অবৈধ অর্থের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের যোগসূত্র বন্ধ না করা পর্যন্ত ছাত্ররাজনীতি শত চেষ্টা করেও কলুষমুক্ত করা যাবে বলে মনে হয় না

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অনেক নেতা ও কর্মী প্রগতিশীল এই সংগঠনের সঙ্গে একদা সংশ্লিষ্ট থাকলেও বর্তমানে এই সংগঠনটি চিন্তা-চেতনায় এনএসএফের অনুসারী। এখন ছাত্রলীগের কোনো নেতার বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে 'শিবির' বলে অভিহিত করে আগের মতোই নির্যাতন করে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ছাত্ররাজনীতি করেছেন ছাত্রদের কল্যাণার্থে। তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন, 'আমরা ছাত্র ছিলাম, দেশকে ভালোবাসতাম, দেশের জন্য কাজ করতাম।' এখন ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের মধ্যে এমন চিন্তাচেতনার নেতা খুঁজে পাওয়া বড় ভার! বেশির ভাগ ছাত্রনেতাই পদ পাওয়ার পর টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েন। কয়েক মাসের মধ্যেই গাড়ি-ফ্ল্যাটের মালিক বনে যান। কয়েক দিন আগে যাকে দেখেছি, সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে, ছাত্রনেতা হওয়ার পর তাঁর বিত্তবৈভবের বাহার দেখলে মনে হবে, হঠাৎ করে যেন তিনি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়েছেন। আর ব্যানার-পোস্টারে পুরো ক্যাম্পাস, কখনো বা পুরো ঢাকা শহর বা দেশ ছেয়ে ফেলার পেছনে যে অর্থ খরচ হয়, তা-ও মনে হয় ভূতে জুগিয়েছে। মজার বিষয় হচ্ছে, ছাত্রনেতাদের এই হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠার রহস্য খুঁজতে কখনো দুদককে দেখা যায়নি। দু-একটি সংবাদমাধ্যম ছাড়া বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যমও ওই বিষয়ে নীরব থাকে। রাজনৈতিক নেতাদের মতো ছাত্রনেতাদেরও পদ-পদবি দেওয়ার আগে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সম্পদের হিসাব নেওয়া উচিত এবং প্রতিবছরই ওই হিসাব পর্যালোচনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান থাকলে আরো ভালো হয়। অবৈধ অর্থের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের যোগসূত্র বন্ধ না করা পর্যন্ত ছাত্ররাজনীতি শত চেষ্টা করেও কলুষমুক্ত করা যাবে বলে মনে হয় না।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালের ২৮ এপ্রিল মহান জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর-পর্বে বলেছিলেন, 'সব রাজনৈতিক দল একমত হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে রাজি এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী দেখামাত্র গুলি করার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেও আপত্তি নেই।' আমরা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে নই। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে ছাত্ররাজনীতির সংস্কার অতি জরুরি। বর্তমান সরকারকে আগের মতো ছাত্ররাজনীতি, বিশেষ করে ছাত্রলীগকে নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়, সে কারণে এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আর যদি ছাত্রলীগের নেতারা যথাযথভাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন এবং ছাত্রলীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ধারণ করে ছাত্ররাজনীতিকে পরিচালিত করেন; তবে অন্য সংগঠনগুলোও পরিবর্তন হতে বাধ্য হবে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের সহযোগী সংগঠন হিসেবে ক্যাম্পাসকে স্থিতিশীল ও শিক্ষাবান্ধব রাখার দায়িত্ব অলিখিতভাবে তাঁদের ওপর বর্তায়। আমরা, আশা করতে চাই, বর্তমান ছাত্রনেতৃত্ব দেশের রাজনৈতিক অবস্থার এই ক্রান্তিলগ্নে তাঁদের দায়িত্বে বিধয়টি উপলব্ধি করবেন এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে যথাযথ ভূমিকা রাখবেন।

লেখক : ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়